

**বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ**  
**প্রধান কার্যালয়**  
**“বরেন্দ্র ভবন” রাজশাহী-৬০০০।**

বিষয় : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৩।

০১। ঋণের উদ্দেশ্য :

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিজস্ব আবাসন সহায়তাকল্পে বাংলাদেশের যেকোন সিটি কর্পোরেশন/জেলা সদর/পৌরসভা/উপজেলা সদর এলাকায় (১) জমি ক্রয় অথবা (২) তৈরী বাড়ী /ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা (৩) নিজস্ব বা স্ত্রী/স্বামীর মালিকানাধীন জমির উপর বাড়ী নির্মাণ অথবা (৪) নিজস্ব বা স্ত্রী/স্বামীর মালিকানাধীন নির্মিত বাড়ী সম্প্রসারণ।

০২। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা :

২৪১৪ আবেদনকারীকে কর্তৃপক্ষের একজন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী হতে হবে এবং অত্র কর্তৃপক্ষে তাঁর চাকুরীকাল কমপক্ষে ০৮ (আট) বছর হতে হবে।

২৪২৪ যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পি আর এল এ গমনের ১ বছর পূর্ব পর্যন্ত এ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা যাবে।


২৪৩ কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে চুক্তি ভিত্তিক/খন্ডকালীন/শ্রেণিতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি এই ঋণ পাবার যোগ্য হবেন না। তবে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্যত্র শ্রেণিতে/লিয়েনে থাকাকালে এই ঋণ প্রাপ্য হবেন। কিন্তু তিনি শ্রেণিতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরূপ সুবিধা ভোগ করে থাকলে অত্র কর্তৃপক্ষ হতে এইরূপ সুবিধা পুনরায় প্রাপ্য হবেন না।

২৪৪ আদালত/বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলায় অভিযুক্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অভিযোগ অনিশ্চিত থাকার অবস্থায় এই ঋণ পাবার অধিকারী হবেন না।

২৪৫ একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বার ঋণ পেতে পারেন, তবে একাধিক বাড়ী নির্মাণ/একাধিক বাড়ী সম্প্রসারণ/একাধিক জমি ক্রয়/একাধিক বাড়ী ক্রয়/একাধিক ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। প্রথমবারে গৃহীত গৃহ নির্মাণ ঋণ সুদসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরেই কেবল মাত্র ২য় বারের ঋণ মঞ্জুরীর আবেদন বিবেচনা যোগ্য হবে।

২৪৬ স্বামী/স্ত্রী উভয়ই অত্র কর্তৃপক্ষে কর্মরত থাকলে স্বামী/স্ত্রী এর মধ্যে যেকোন একজন অত্র কর্তৃপক্ষ হতে এই ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

২৪৭ কর্মচারীর নিজ নামে কিংবা তার স্ত্রী বা স্বামীর নামে কিংবা স্বামী-স্ত্রীর যৌথনামে নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত পরিমাণ জমি থাকলে তার উপর বাড়ী নির্মাণের জন্য বা তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় করার জন্য ঋণের আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করবেন। এ ক্ষেত্রে কর্মচারী যদি এককভাবে জমির মালিক না হন তবে জমির মালিককে (স্বামী/স্ত্রী) ঋণের জামিনদার হতে হবে।





০৩। ঋণের পরিমাণ ও আদায় :

৩৪১৪ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সর্বোচ্চ ৮০ (আশি) মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে চাকুরীকাল,

- (ক) ৮ (আট) বছরের নীচে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ঋণের আবেদন বিবেচনা করা হবে না।  
(খ) ৮ (আট) বছর পূর্ণ হলে সর্বোচ্চ ২০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হবে।  
(গ) ১০ (দশ) বছর পূর্ণ হলে সর্বোচ্চ ৩০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হবে।  
(ঘ) ১৫ (পনের) বছরের উর্দে হলে সর্বোচ্চ সিপিএ অর্থাৎ ঋণ বিবেচনাকালে ৮০ (আশি) মাসের মূল বেতনের সমপরিমান টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করা হবে।

(ঙ) উপরের সকল ক্ষেত্রে আবেদনকারীর ঋণ বিবেচনাকালে তাঁর ঐ সময়ে প্রাপ্য সম্পূর্ণ গ্র্যাচুইটি ও প্রাপ্য সিপিএফ এর ৮০% অর্থের যোগফল এবং ৮০ মাসের মূল বেতন এ দু'অংকের যেটি কম, সেটি প্রদানযোগ্য হবে।

উদাহরণ : ধরাযাক, কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরীকাল ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর মূল বেতন বর্তমানে ১৫০০০/- টাকা এবং তাঁর মোট ঐ সময়ে প্রাপ্য সিপিএফ এর পরিমাণ ৬০০০০০/- টাকা। তাঁর মঞ্জুরীযোগ্য ঋণ এর পরিমাণ হবে নিম্নরূপঃ-

ঐ কর্মকর্তার ৮০ মাসের মূল বেতন =  $15000 \times 80 = 1200000/-$  টাকা

ঐ কর্মকর্তার/কর্মচারীর প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি =  $18 \times 2 \times 15000 = 540000/-$  টাকা

প্রাপ্য সিপিএফ এর ৮০% =  $600000 \times 80/100 = 480000/-$  টাকা

সুতরাং তাঁর প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি ও ৮০% সিপিএফ এর যোগফল =  $1020000/-$  টাকা

অতএব তাঁর প্রাপ্য গৃহ নির্মাণ ঋণ পরিমাণ হবে =  $1020000/-$  টাকা।

৩৪২৪ গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরকালে ঋণ গ্রহিতার পূর্বে গৃহীত যাবতীয় ঋণ সমন্বয় করা হবে।

৩৪৩৪ অনুমোদিত/মঞ্জুরীকৃত ঋণের সর্বশেষ চেক প্রদানের ১২ (বার) মাস পর হতে ১৫০ কিস্তিতে গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়যোগ্য হবে। মূল অর্থ পরিশোধিত হওয়ার পর সুদের টাকা কিস্তি কর্তনের হারে আদায়যোগ্য হবে। চেক প্রদানের তারিখ হতে ০৬/০৯/০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৮ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫.৫% হারে সরল সুদ আদায়যোগ্য হবে। পি আর এল ভোগরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ঋণ সুদসহ তাঁর দায়দেনার সাথে এককালীন সমন্বয় করা হবে।

০৪। অর্থের সংস্থান ও বাজেট বরাদ্দ :

গৃহ নির্মাণ ঋণ তহবিল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিজস্ব আয় থেকে থোক বরাদ্দ হিসাবে গৃহীত হবে। গৃহ নির্মাণ ঋণের অর্থ মঞ্জুরী সংশ্লিষ্ট ঋণে কর্তৃপক্ষের বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

স্ব.



ঋণ মঞ্জুরী :

৫৪১৪ ঋণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের মূল্য ১০০/- (একশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) যা মানি রশিদের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে। মানি রশিদ আবেদন ফরমের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।

৫৪২৪ ঋণের সকল আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ছকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়, বিএমডিএ, রাজশাহীতে পৌছাতে হবে। উক্ত সময়ের পূর্বে কিংবা পরে ঐ বছরের জন্য কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

৫৪৩৪ ঋণের আবেদন পত্র সংস্থাপন শাখা কর্তৃক গৃহীত হবে এবং প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি চাকুরীকালের জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে ক্রমিক অনুযায়ী সাজানো হবে তবে ২য় বারের ঋণের জন্য আবেদনকারীদের ক্রমিক ঐ বছরের ১ম বারের ঋণের আবেদনকারীগণের পরে হবে। নিম্নরূপ কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ যাচাই বাছাইসহ ঋণ মঞ্জুরী চূড়ান্ত করা হবে :

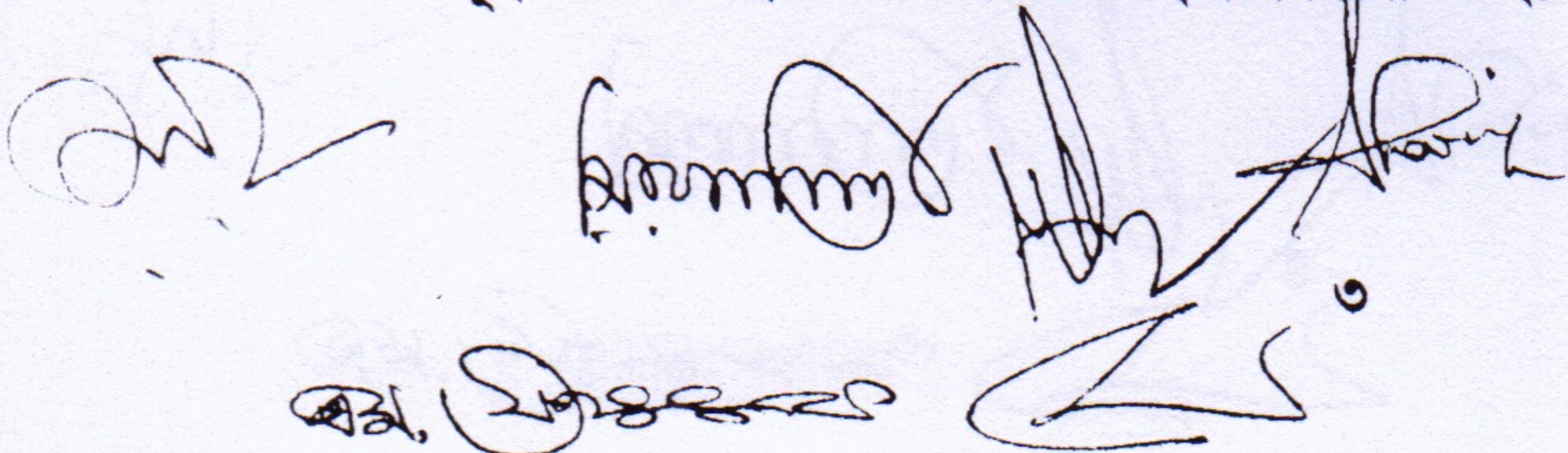
ঋণ মঞ্জুরী কমিটি-

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সদর দপ্তর, ১ জন	আহবায়ক
২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মাঠপর্যায়, ১ জন	সদস্য
৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, সদর দপ্তর, ১ জন	সদস্য
৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, মাঠপর্যায়, ২ জন	সদস্য
৫) হিসাব রক্ষণ অফিসার-১, ১ জন	সদস্য
৬) অডিট অফিসার, ১ জন	সদস্য
৭) সিবিএ প্রতিনিধি, ১ জন	সদস্য
৮) সচিব, ১ জন	সদস্য-সচিব।

৫৪৪৪ জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের সাথে জমির চৌহদ্দি/তফসিল ও সম্ভাব্য মূল্য দাখিল করতে হবে। ঋণপত্র জারীর প্রেক্ষিতে বায়নানামা দাখিলের পর ঋণের চেক প্রদান করা হবে। ঋণ প্রদানের ১২ (বারো) মাসের মধ্যে উল্লিখিত ক্রয়ের মূল দলিলের কপি জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় শৃংখলামূলক ব্যবস্থাসহ নীতিমালা মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫৪৫৪ বাড়ী নির্মাণ/সম্প্রসারণ এর ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের সাথে দলিলের কপি, লে-আউট প্ল্যান ও সম্ভাব্য ব্যয় দাখিল করতে হবে। ঋণ মঞ্জুরীপত্র জারীর প্রেক্ষিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান দাখিলের পর ১ম কিস্তির চেক প্রদান করা হবে। ১ম কিস্তির অর্থ ১ বছরের মধ্যে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র দাখিলের পর ২য় কিস্তির চেক প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। উল্লিখিত প্রত্যয়ন পত্রটি প্রার্থীর নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা এবং তাঁর (নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা) একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে প্রদান করতে হবে। প্রত্যয়ন পত্র জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে ২য় কিস্তির মঞ্জুরী বাতিল হতে পারে।

৫৪৬৪ বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুলতার কারণে যদি সমুদয় আবেদন পত্র বিবেচনা করা সম্ভব না হয় তবে জমাকৃত আবেদন পত্রসমূহ পরবর্তী বছরে তালিকার শুরু হিসাবে বিবেচিত হবে।







সকল মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদকাল হবে এক বছর। তবে বিশেষ কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ উত্তোলন করতে না পারলে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরীর মেয়াদকাল আরও ১ (এক) বছর পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবে। বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে মঞ্জুরীকৃত অর্থ বা উহার কোন অংশ উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে মঞ্জুরীপত্র বা মঞ্জুরীর বিপরীতে অনুস্তোচিত অংশের মঞ্জুরী বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

০৬।

### ঋণ বিতরণ :

৬৪১৪

জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ১ (এক) কালীন হিসাবে দেয় চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। নির্মাণ/সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ২ (দুই) কিস্তিতে প্রদান করা হবে।

৬৪২৪

১ম কিস্তির অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল ২য় কিস্তির টাকা বিতরণ করা যাবে।

০৭।

### ঋণের নিরাপত্তা :

৭৪১৪

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ইচ্ছা করলে নির্ধারিত কিস্তির অধিক হারে ঋণ ও উহার সুদ পরিশোধ করতে পারবেন অথবা পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও যে কোন সময় সুদসহ সম্পূর্ণ দেনা একসঙ্গে পরিশোধ করে দিতে পারবেন।

৭৪২৪

যদি কোন ঋণ গ্রহীতা সুদসহ ঋণ পরিশোধের পূর্বেই কর্তৃপক্ষের চাকুরী হতে পদত্যাগ করেন, পদচ্যুত বা অপসারিত হন অথবা অন্য কোন কারণে তাঁর চাকুরীর অবসান ঘটে, তাহলে সম্পূর্ণ বকেয়া ঋণের অর্থ সুদসহ এককালীন পরিশোধ করতে হবে। যদি তিনি সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তা তাঁর গ্রাচুইটি, ভবিষ্য তহবিল অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট অন্য কোন পাওনার সাথে সমন্বয় করা হবে।

৭৪৩৪

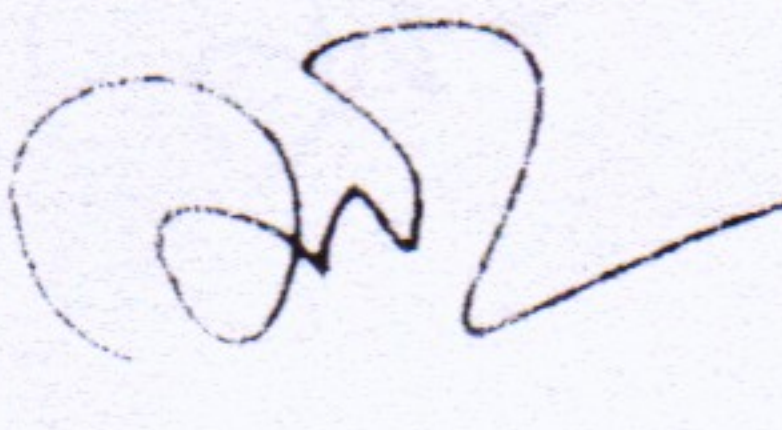
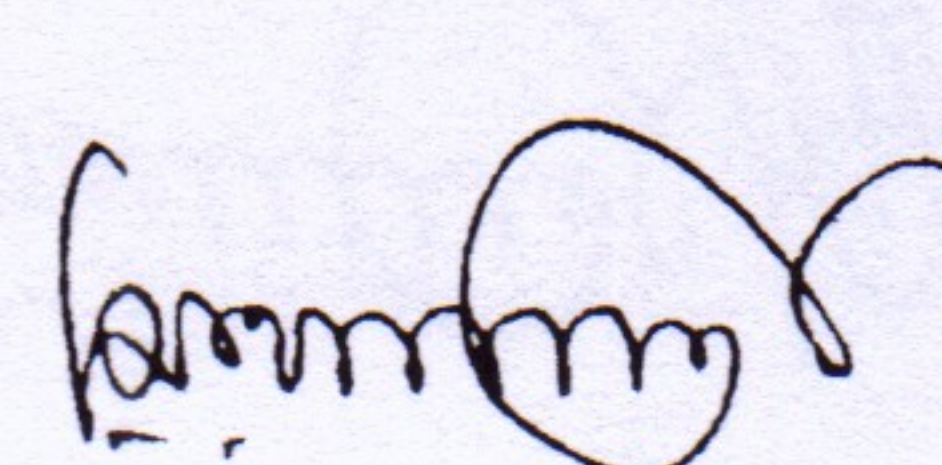
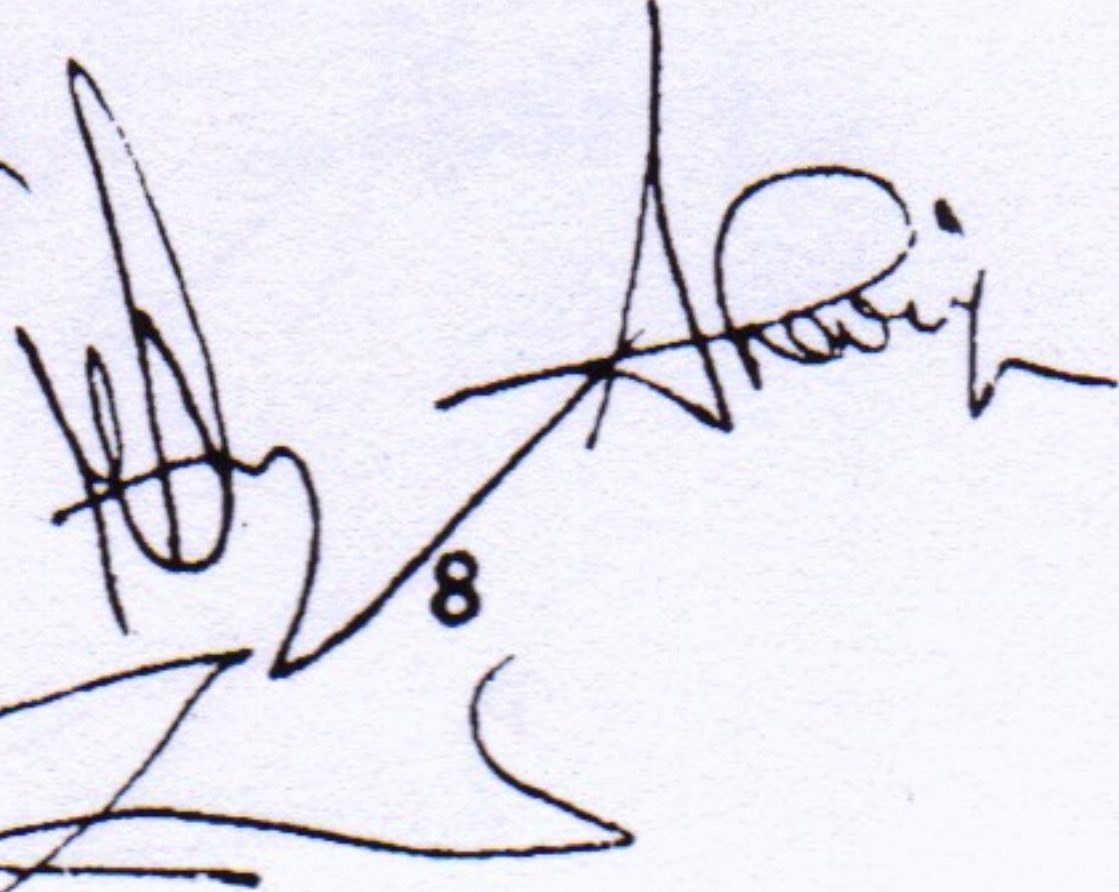
ঋণের ১ম চেক প্রদানের পূর্বে ৩০০/- (তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কর্তৃপক্ষের সাথে উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে "একরার নামা" (Deed of Agreement)/এফিডেফিট (Affidavit) স্বাক্ষর করতে হবে। অন্য অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন কর্তৃপক্ষ এই ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী বা তার বৈধ উত্তরাধিকারীর নিকট হতে আদায় করতে পারবে। কর্তৃপক্ষের ঋণের অর্থ ও দায়-দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাটের মালিকানা কর্তৃপক্ষ গ্রহন করবে এবং পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ অর্থঋণ আদালত/পিডিআর এ্যাক্ট বা অন্য কোন আইনানুগ পন্থায় বা যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে। এ ব্যাপারে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী বা অন্য কেউ কোন প্রকার দাবী নামা পেশ করতে পারবেন না এবং করলেও তা অসার/আইনগত বাধ্যবাধকতা মুক্ত বলে গণ্য হবে ও দাবী নামা প্রত্যাখ্যাত হবে।


### একরার নামায় নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী থাকবে-

ক) উক্ত ঋণ দ্বারা তফসিলে বর্ণিত ক্রয়কৃত জমি/ফ্ল্যাট, নির্মিত বাড়ী আমি ও আমার পরিবারবর্গের বসবাসের জন্য ব্যবহার করব।

খ) উক্ত ঋণের টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট অন্য কোথাও বিক্রয়/বন্ধকী দিতে পারব না।

গ) আমার দ্বারা বিএমডিএ থেকে গৃহীত ঋণ যদি অ-সমন্বিত থাকে, তবে ভবিষ্যতে আমার প্রাপ্য দায়-দেনার সাথে সমন্বয় হবে। যদি তা আমার পাওনার সাথে সমন্বয় না হয় তবে আমার স্বাবর/অস্বাবর সম্পত্তি থেকে সমন্বয়ে আমার কোন আপত্তি গৃহীত হবে না।

  
  
  
 ৪

  
 \_\_\_\_\_



ঘ) যদি আমি চাকুরী থেকে পদত্যাগ করি তাহলে ঋণের টাকা সমন্বয় সাধন না করা পর্যন্ত আমার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হবে না।

ঙ) আমার মৃত্যু হলে, সেক্ষেত্রে আমার গোষ্ঠীবীমাসহ অন্য যে কোন পাওনার সাথে অত্র ঋণ সমন্বয় করা হলে আমার ওয়ারিশদের কোন আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

চ) কোন বিশেষ কারণ বশতঃ যদি আমাকে চাকুরীচ্যুত হতে হয়, তবে কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা আদায়ের জন্য দেশে প্রচলিত আইনে গৃহীত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবে, তাতে আমার আপত্তি গ্রহনযোগ্য হবে না।

ছ) আমি লিয়েনে কর্মরত থাকার ক্ষেত্রে যে স্থান থেকে ঋণ মঞ্জুর হয়েছে, সে স্থানে ঋণ সমন্বয় করতে বাধ্য থাকবো।

জ) আমার জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের দলিলের মূল কপি সদর দপ্তরে জমা রাখবো। ঋণ পরিশোধ শেষে তা ফেরত পাবার অধিকারী হবো।

ঝ) এই ঋণ দ্বারা জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনে অন্য কোন সংস্থা থেকে ঋণ নিলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে বাধ্য থাকবো।

ঞ) যদি আমি ঋণের অর্থ নিয়ে ভূমি দলিল সৃষ্টি করে টাকা আত্মসাৎ করি, তাহলে ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হব এবং কর্তৃপক্ষের দেনা আদায় করার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

ট) আমার অবর্তমানে আমার উত্তরাধিকারীগণ আমার দ্বারা স্বাক্ষরিত এ অঙ্গীকার নামার সকল শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

অতপর আমি কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে, সজ্ঞানে ও সুস্থশরীরে এ অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করলাম।

৭৪৪৪ ঋণের মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট এর বিপরীতে গৃহীত ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়কৃত জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাটের মূল দলিল কর্তৃপক্ষের নিকট নিরাপত্তা জামানত হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে।

০৮। অন্যান্য নিয়মাবলী :

৮৪১৪ প্রয়োজন বোধে নির্বাহী পরিচালক অথবা তাঁর অনুমোদিত কমিটি বা ব্যক্তি জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট পরিদর্শন করতে পারবেন।

৮৪২৪ ঋণ গ্রহনের আবেদনের বিষয় ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে মাত্র ১(এক) বার পরিবর্তন করা যাবে। জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় বাবদ ঋণ মঞ্জুরির পর চেক গ্রহনের পূর্বে কর্মকর্তা/কর্মচারী জমির তফসিল পরিবর্তন করতে চাইলে ১ (এক) বার তফসিল পরিবর্তনের অনুমতি দেয়া যাবে। তবে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে না। কর্তৃপক্ষের ঋণ ছাড়া নিজস্ব জমির উপর মঞ্জুরীকৃত গৃহ নির্মাণ/সম্প্রসারণ ঋণের ক্ষেত্রে তফসিল পরিবর্তন সংক্রান্ত আবেদন পত্রের বিষয় মঞ্জুরীকৃত ঋণ বহাল রেখে একবার মাত্র তফসিল পরিবর্তনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।



৮৪৩৪

জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট বাবদ পৌর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দেয় ঋজনা, কর ইত্যাদি রশিদ পত্র প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। নিদিষ্ট তারিখের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক যদি উক্ত দেয় কর পরিশোধিত না হয় তা হলে কর্তৃপক্ষের চাকুরী বিধি মোতাবেক শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

৮৪৪৪

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ঋণ প্রদানে বিলম্বের কারণে উদ্ভূত কোন জটিলতার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

৮৪৫৪

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পারিবারিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কেসের মেরিট অনুযায়ী বিশেষ বিবেচনায় গৃহ নির্মাণ ঋণের উপর আরোপিত সুদ (আংশিক অথবা সম্পূর্ণ) মওকুফের প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারবে।

৮৪৬৪

কর্তৃপক্ষ যে কোন ঋণ মঞ্জুরীর অংক কমাতে বা আবেদন বাতিল করতে পারবে এবং এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(মোঃ আনসার আলী)

অডিট অফিসার (চঃদাঃ), বিএমডিএ  
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ও

সদস্য, গৃহ নির্মাণ ঋণ কমিটি।

(মোঃ মাহফুজুল হক)

পিআরও, বিএমডিএ  
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ও

সদস্য, গৃহ নির্মাণ ঋণ কমিটি।

(মোঃ নূরুজ্জামান)

হিসাব রক্ষণ অফিসার-১, বিএমডিএ  
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ও

সদস্য, গৃহ নির্মাণ ঋণ কমিটি।

(মোঃ আব্দুল লতিফ)

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ  
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ও

সদস্য, গৃহ নির্মাণ ঋণ কমিটি।

(মোঃ ইকবাল হোসেন)

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ  
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ও

সদস্য, গৃহ নির্মাণ ঋণ কমিটি।

(মোঃ শরীফুল হক)

সচিব (ভারপ্রাপ্ত), বিএমডিএ  
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ও

সদস্য-সচিব, গৃহ নির্মাণ ঋণ কমিটি।

(ড. মোঃ আবুল কাসেম)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ  
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ও

আহ্বায়ক, গৃহ নির্মাণ ঋণ কমিটি।

03.02.2013





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
প্রধান কার্যালয়  
“বরেন্দ্র ভবন”, রাজশাহী-৬০০০।

কৃষিই সমৃদ্ধি

☎ ০৭২১-৭৬১৩৬৮, ৭৬০৭৮৬  
ফ্যাক্স : ৮৮-০৭২১-৭৬১৮৯৭  
ইমেইল : bmdahq@bmda.gov.bd  
ওয়েব সাইট : www.bmda.gov.bd

স্মারক নং-বিএমডিএ/নিঃপ/প্রশা/গৃহঋপ্র/৬৮৯/২০০৩/৭২২৬

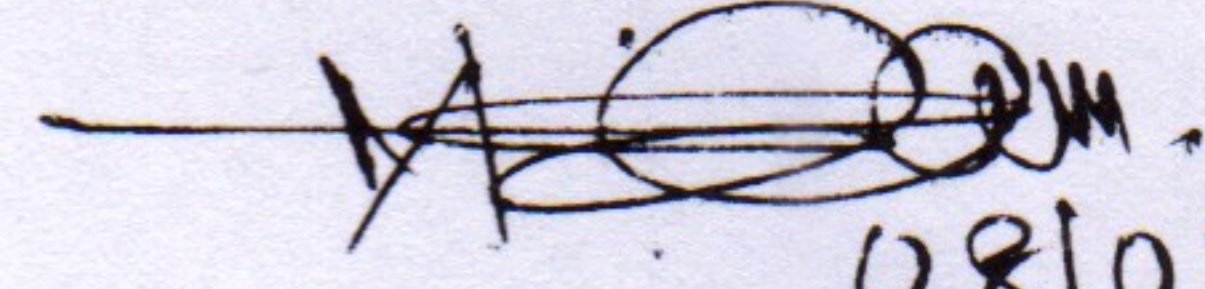
তারিখ- ০৪/০৪/১৭

“গৃহ নির্মাণ ঋণ সংশোধনী আদেশ”

কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা/২০১৩ এর ধারা ৩:১(ঘ) এর নিম্নরূপ সংশোধন করা হলোঃ

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ গৃহনির্মাণ ঋণ/অগ্রীম সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদনকারী যেকোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরীকাল ১৫ বছরের উর্দে হলে সর্বোচ্চ সিলিং অর্থাৎ ৮০ মাসের মূল বেতনের সমপরিমান টাকার ৫৫% যা সর্বোচ্চ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকার উর্দে নয় হিসাবে প্রদেয় হবে এবং ঋণ বিতরণ নীতিমালা/২০১৩ এর অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

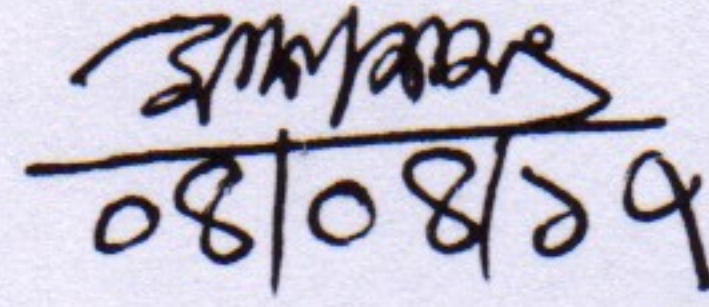
যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

  
০৪/০৪/২০১৭

(মোঃ আশরাফুল ইসলাম)  
মনিটরিং অফিসার(ভারপ্রাপ্ত)

ও

সচিব (অঃদাঃ)  
বিএমডিএ, রাজশাহী।

  
০৪/০৪/১৭

তারিখ- ০৪/০৪/১৭

স্মারক নং-বিএমডিএ/নিঃপ/প্রশা/গৃহঋপ্র/৬৮৯/২০০৩/৭২২৬ (২২)

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপিঃ

- ১। জনাব ড. মোঃ আবুল কাসেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
- ২। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, ঠাকুরগাঁও সার্কেল, ঠাকুরগাঁও।
- ৩। জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
- ৪। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী রিজিয়ন, রাজশাহী।
- ৫। জনাব মোঃ শরীফুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, নওগাঁ রিজিয়ন-১, নওগাঁ।
- ৬। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, নওগাঁ রিজিয়ন-২, নওগাঁ।
- ৭। জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মনিটরিং অফিসার(ভারঃ) ও সচিব(অঃদাঃ), বিএমডিএ, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
- ৮। জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান বিশ্বাস, হিসাব রক্ষণ অফিসার-১(ভারঃ), বিএমডিএ, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
- ৯। জনাব শ্রী বাসুদেব চন্দ্র মহন্ত, অডিট অফিসার(ভারঃ), বিএমডিএ, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
- ১০। জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, সভাপতি, বিএমডিএ, কর্মচারী ইউনিয়ন, রাজ-১৫০০
- ১১। জনাব মোঃ মেসবউল হক, সভাপতি, বিএমডিএ, কর্মচারী লীগ, রাজ-৩০৪২।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।